স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ
বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট
পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ
জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।
★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।
★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।
★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫২শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৫ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৭২ ইং 30th June 1965 | ৭ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seeur

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

PATENT NO. 62354.08.87

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দীপ্তি লণ্ঠন-এর মতো নিপুণতা আছে।

প্রস্তুতকারক:
দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. P. L.

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ডেন্টাল ক্লিনিক

ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামানিক, ডেন্টাল সার্জ্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

স্টুডেন্টস্ ফেভারিট

রঘুনাথগঞ্জ, (বাস ষ্ট্যাণ্ড) মুর্শিদাবাদ

★ পাঠাগার, স্কুল ও কলেজের সব রকমের বই, খেলার সরঞ্জাম, কাগজ পেন ইত্যাদি সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই আষাঢ় বুধবার সন ১৩৭২ সাল।

লাঙ্গল যার জমি তার

—০—

এই উক্তিটি একটা প্রবাদ বাক্যের মত মুখে মুখে দ্রুত প্রচলন ও প্রসার লাভ করছে। এর মধ্যে কতটুকু সারবত্তা আছে তা আগাগোড়া চিন্তা করবার লোক খুব বিরল। "লাঙ্গল যার জমি তার" এর প্রয়োগ দ্বারা যদি খাদ্য সমস্যার সমাধান হতো তা হলেও আপত্তি অনেক মৃদুভাবে করা হতো। এখন প্রথম কথা হচ্ছে যাঁরা নিজেদের জমি নিজেরা চাষ করেন তাঁদের জমির ফলন ভাগচাষীর জমির ফলনের চাইতে বেশী হয়। এটা একটা অনুমান মাত্র। এর নিশ্চিত প্রমাণ কেউ দিতে পারবেন না। জমির ফলন কেবল কায়িক পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে না। সার দেওয়া সময় মত চাষ, সময় মত জল, সময় মত বীজ বপন রোয়া রোপণ ইত্যাদির উপর জমির ফলন নির্ভর করে। কার্যক্ষেত্রে এও দেখা গেছে যে চাষীদের উপরে তত্ত্বাবধান করবার কোনও লোক থাকলে ফলনের মাত্রা অধিক হবার সম্ভাবনা বেশী আছে। আইন, বিচার ও ন্যায়ের দিক দিয়ে এ বিষয়ে চিন্তা করবার কতকগুলি বিষয় আছে। চাষের ব্যাপারে চাষীরা সারা বছর সারা দিন ধরে কাজ করে না বা করতে হয় না। শহর অঞ্চলে কারখানায় সারা বছর দিবা রাত্রে তিন পর্যায়ে কাজ করার পরও সেখানে কারখানার মালিক মালিকই থাকেন এবং কর্মীদিগকে মালিকানা স্বত্ব দিবার কথা চিন্তা করা হয় না। অথচ চাষের ব্যাপারে আসল মালিককে উৎপাটিত করে ভাগচাষীদিগকে মালিকানা স্বত্ববান করবার চেষ্টা আইন মতে ও বিবেক মতে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু ও অন্যায় বলে প্রতীয়মান হয়। বাংলা দেশে মোট আবাদি জমির শতকরা ১৫ ভাগ চাষীরা নিজেদের স্বত্বে স্বত্ববান হয়ে চাষ আবাদ করে থাকেন। বাকী শতকরা ৮৫ ভাগ জমি ভাগ চাষ দ্বারা নিজ কৃষাণ দ্বারা ও মজুর দ্বারা আবাদ হয়ে থাকে। জমির মালিকদের মধ্যে আছেন অথর্ব বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিধবা, নাবালক, নিম্ন মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, হৃত জমিদার পত্তনীদার দরপত্তনীদার ইত্যাদি। এঁরা কি আমাদের সমাজের বাইরে? এঁরা কি আমাদের কল্যাণমূলক রাজ্যের নাগরিক নন? সারা বাংলা দেশে এদের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি খুব নগণ্য নয়। আইনের দ্বারা এদের অন্নের উপর চড়াও করলে দেশের একটা বিরাট অংশকে রাষ্ট্রের প্রতি বিরাগভাজন করে দেওয়া হবে। আশা করি দেশনায়করা এ বিষয়ে চিন্তা করে যুক্তিযুক্তভাবে অগ্রসর হবেন ও জোতদারদের ভরণপোষণের কথাও চিন্তা করবেন। "লাঙ্গল যার জমি তার" এর রূপ দিতে হলে আইন মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু কে সে ক্ষতিপূরণ দিবে, কি হারে দিবে কতদিনের মধ্যে দিবে সে সম্বন্ধে কোনও ইঙ্গিত বা নির্দ্দেশ কোনওখানে নাই। যেখানে জমিদারদের ও মধ্যস্বত্বাধিকারীদের ক্ষতিপূরণের টাকা এবং রাস্তা ক্যানাল ও অন্যান্য উন্নয়নমুলক কার্যের জন্য যেখানে সাধারণ লোকের জমি দখল করা হয়েছে তাহার ক্ষতিপূরণের টাকা এখনও পর্যন্ত গর্ভমেণ্ট পরিশোধ করতে পারেন নি সেখানে নূতন পরিকল্পনা দ্বারা সারা বাংলার আবাদি জমির মোটা অংশের বিরাট ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধ করবার অঙ্গীকারে নূতন নিয়ম চালু করবার কথা কতখানি বিবেচনার কাজ হবে দেশনায়কেরা তা চিন্তা করে দেখবেন। সারা বছর ধরে চাষীদের কাজ থাকে না তার জন্য গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট শিল্প বা কারখানা খুলে বা নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে চাষীদিগকে অন্যভাবে উপার্জ্জন করতে দিবার কথা গর্ভমেণ্ট চিন্তা করুন ও সে সুযোগ তাদের দ্বারস্থ করুন তাহা সকলেরই কাম্য।

—

শিক্ষকগণের সাফল্য

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষক এ বৎসর বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হউন ইহাই কামনা করি। নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল—

শ্রীসুশান্তকুমার ভৌমিক—ইংলিশ
শ্রীসুশীলকুমার মুখার্জ্জি—ইকনমিকস্
শ্রীপ্রণবকুমার ব্যানার্জ্জি—বাইওলজি

—

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল

এ বৎসর রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় হইতে ২৩ জন ছাত্রী উচ্চতর মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষা দিয়াছিল। তন্মধ্যে ৬ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ১১ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ফল ভালই হইয়াছে।

উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতী আনন্দময়ী দাস এ বৎসর ইকনমিকস্-এ অনার্স পরীক্ষা দিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট কলেজে বি-টী পড়িতে গিয়াছেন। শ্রীমতী আনন্দময়ী জঙ্গিপুর বারের অন্যতম উকিল স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র দাস মহাশয়ের পৌত্রী। শ্রীমতীর সাফল্যে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

—

অবিরাম বৃষ্টিপাত

বিগত ৬ই আষাঢ় এখানে বেশ বৃষ্টি হইয়াছে। ১৫ই আষাঢ় ভোর রাত্রি হইতে এখানে অবিরাম বৃষ্টিপাত হইতেছে। এখানকার বাগড়ী অঞ্চলের জমিতে ভাদুই ধান ও পাটের অবস্থা ভাল নহে। বৃষ্টির জন্য জমিতে অজস্র ঘাস জন্মাইয়াছে। রাঢ় অঞ্চলে অতিরিক্ত গ্রীষ্মের জন্য ধানের বীজ ঠিক সময়ে বাহাল করিতে পারে নাই। এত বৃষ্টি রাঢ় অঞ্চলের কোন কাজে লাগিল না। সরকারের ক্যানেলেও জল আসিয়াছে।

—

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন বাসরুটে একটি করিয়া স্থায়ী যাত্রীবাহী বাস পারমিট প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন রুটের নাম এবং প্রত্যেকটির জন্য প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যা সম্বলিত যে বিজ্ঞাপনটি এই কলমে ৯।৬।৬৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল সেই প্রসঙ্গে সচিব, আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, পোঃ বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) জানাইতেছেন যে, নিম্নলিখিত রুটটি এবং উহার জন্য প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যা ভুলক্রমে পূর্বের বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হয় নাই। বহরমপুর—আখেরিগঞ্জ (দুইটি বাস এবং প্রত্যেকটি উভয়দিকে প্রত্যহ এক ট্রিপ)—২৭; উক্ত সচিব আরও বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে, পূর্বে বিজ্ঞাপনে ক্রমিক সংখ্যা ১০-এ প্রকাশিত বহরমপুর—জঙ্গিপুর রুটের জন্য প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যা ৭৫ (২৭টি নহে।) অন্যান্য সর্তাবলী পূর্বের মত রহিল।

বিজ্ঞপ্তি

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

বাদী—১। ওমপ্রকাশ ঠাকুর নাবালক পক্ষে অলি মাতা ও স্বয়ং ২। দুর্গা দেবী

প্রতিবাদী—বৈদ্যনাথ সাহা দিং

২১২।৬৩ স্বত্ব

এতদ্দ্বারা থানা সমসেরগঞ্জ অধীন লালপুর নিবাসী জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, সাং ঝারলা থানা থৈ জেলা জয়পুর নিবাসী ১। ওমপ্রকাশ ঠাকুর নাবালক পক্ষে অলি মাতা ও স্বয়ং ২। দুর্গা দেবী অত্র জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালতে স্বত্ব সাব্যস্তে উচ্ছেদপূর্ব্বক খাস দখলের প্রার্থনায় নালিশ দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় গ্রামবাসী পক্ষে কাহারও কোন স্বার্থ থাকিলে উক্ত মোকদ্দমায় বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া জবাব দাখিল আদি করিতে পারেন। সাধারণের জ্ঞাতার্থে বাদীপক্ষ দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ ধারা মতে এই বিজ্ঞপ্তি দিলেন।

By Order,
Sd/- H. K. Roy
Sheristader, 2nd. Munsif's Court
Jangipur. 25. 6. 65

॥ কৃষি সংবাদ ॥

আমন ধান চাষের সময় আসন্নপ্রায়

এখনই প্রস্তুতির প্রয়োজন

ভাল বীজ থেকে ভাল গাছের সৃষ্টি, তাই ভাল ফলন পেতে হলে ভাল বীজ এবং ভাল চারার দিকে লক্ষ্য দিতে হবে

বীজ ঃ এ সম্বন্ধে অতি অবশ্য করণীয় বিষয়গুলি হ'ল ঃ—

★ ভাল বীজ ব্যবহার করুন এবং সেগুলি নুন জলে ডুবিয়ে দিন।

★ যে সব বীজ জলে ভাসে সেগুলি ফেলে দিন, যেগুলি ডুবে যায় সেগুলিই শুধু ব্যবহার করুন।

★ সীড ড্রেসারে করে এই ভারী বীজগুলির সঙ্গে অ্যাগ্রেসান জি. এন. (১ কে. জি. বীজে ৩ গ্রাম হিসাবে) ভালভাবে মিশিয়ে দিন।

★ সীড ড্রেসার না থাকলে বাল্‌তি ও একটি লাঠি ব্যবহার করে অ্যাগ্রেসান জি. এন. মেশান।

বীজতলা ঃ

★ ভাল ধানের চারা পেতে হ'লে বীজতলাটি ভাল হওয়া প্রয়োজন।

★ সাধারণতঃ ২৫'×৪'×৬" মাপের উঁচু করে বীজতলা ভালভাবে তৈরী করতে হবে।

★ জল নিকাশের এবং চলাফেরার রাস্তা রাখতে হবে।

★ জৈব সার এবং রাসায়নিক সার উপযুক্ত মাত্রায় এই বীজতলায় প্রয়োগ করতে হবে।

★ চারা গাছে যাতে পোকা বা রোগের আক্রমণ না হয়, সেজন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

★ আগাছা পরিষ্কার করে বীজতলার চারা গাছগুলিকে বাড়াতে সাহায্য করুন।

ভুলবেন না ঃ

ভাল বীজ এবং বীজতলা থেকে ভাল চারা আর ভাল চারা থেকেই উঠবে ভাল ফসল।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ

অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং *বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি* ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

শ্রীঅরুণ

কমার্শিয়াল আর্টিষ্ট ও ফটোগ্রাফার

ছায়াবাণী সিনেমার সম্মুখে

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের

চ্যবনপ্রাশ

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২'২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ০৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ